তারিখ 12 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

যুগান্তর

# চবিতে শ্রেণীকক্ষ সংকট চরমে

## পাঁচ বছরেও শেষ হয়নি ৫ম একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ

সুদীপ শর্মা, *চবি প্রতিনিধি*

দীর্ঘ পাঁচ বছরেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। ওটিকয়েক শ্রমিক নিয়ে অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলছে এর নির্মাণ কাজ। পুরো কাজ শেষ হতে কতদিন লাগবে নির্দিষ্ট করে তাও কেউ জানে না। এদিকে জীববিজ্ঞান অনুষদের জন্য নির্মিতব্য এ ভবনটির কাজ শেষ না হওয়ায় ওই অনুষদের শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষের জন্য মারাত্মক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যত দ্রুত সম্ভব ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ করার দাবি জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৌশল দফতর সূত্র জানায়, বিজ্ঞান অনুষদের শ্রেণীকক্ষ সমস্যা সমাধানের জন্য ২০০৩ সালের ২০ এপ্রিল পঞ্চম একাডেমিক ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। প্রায় সাড়ে তিন বছর সময় নিয়ে মেসার্স বি আলম অ্যান্ড কোম্পানি কাজ শুরু করে। কিন্তু পুরো কাজ শেষ না করে মাঝপথে তারা কাজ বন্ধ করে দেয়। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণেই সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করে বলে জানা যায়। পরে গত বছরের ২০ নভেম্বর দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ১৩ কোটি ৯৮ লাখ ১০ হাজার ২৫৫ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করে এ কাজের জন্য ৯৩০ দিন সময় দেয়া হয়। সিদ্দিক অ্যান্ড কোম্পানি এ কাজের দায়িত্ব পায়। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় ৮ মাস হয়ে গেলেও তাদের কাজেরও খুব বেশি অগ্রগতি হয়নি। সরেজমিন দেখা গেছে, ওটিকয়েক শ্রমিক নিয়ে বিশাল এ ভবনটির কাজ চলছে। প্রথম পর্যায়ে পুরো ভবনের ভিত্তির কাজ করা হলেও এ পর্যায়ে শুধু উত্তর পাশের অংশেরকাজ করা হচ্ছে। তবে প্রথম পর্যায়ে এ অংশের কোন কোন জায়গায় ২-৩ এমনকি ৪ তলা পর্যন্ত করা হয়েছিল। এবার একমাত্র ক্যান্টিন ব্লক ছাড়া পুরো অংশকেই পাঁচতলা পর্যন্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম প্রয়োজনীয় নির্মাণ শ্রমিক না পাওয়াকে জনবল কম থাকার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। জানা যায়, খরচ কমানোর জন্যই তারা লোকবল বাড়াচ্ছে না। ফলে কাজ চলছে ধীরগতিতে। জীববিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে শ্রেণীকক্ষের মারাত্মক সংকট থাকায় আপাতত মনোবিজ্ঞান বিভাগের জন্য নিচতলায় তিনটি শ্রেণীকক্ষের কাজ শেষ করা হয়েছে। এছাড়া ওই অনুষদের তিন অফিসের কাজও বর্তমানে এ ভবনে চলছে। কক্ষ সংকটের কারণে নির্মাণ কাজের উত্তপ্ত শব্দের মধ্যেও তারা এ ভবন-ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। জীববিজ্ঞান অনুষদের অধীনে বর্তমানে আটটি বিভাগ ও একটি গবেষণা পরিচালনা দফতর রয়েছে। কিন্তু নিজস্ব কোন ভবন না থাকার কারণে বিভাগগুলো বর্তমানে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য, আইন প্রভৃতি অনুষদ ভবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফলে তিন অফিসে কোন কাজের জন্য তাদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়। জানা যায়, বিজ্ঞান অনুষদে অবস্থানরত প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ছাড়া ওই অনুষদের বাকি ছয়টি বিভাগেই মারাত্মক শ্রেণীকক্ষ সংকট বিরাজ করছে। এসব বিভাগে শ্রেণীকক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষকরা সেমিনার লাইব্রেরি, এমনকি তাদের অফিসকক্ষে ক্লাস নিতেও বাধ্য হচ্ছেন। কোন কোন বিভাগে এক বর্ষের পরীক্ষা চলাকালীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য বর্ষের ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে কলা অনুষদ ভবনে অবস্থানরত ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগে মাত্র তিনটি, পুরনো ফরেস্ট্রি ভবনে অবস্থানরত প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের আটটি ব্যাচের জন্য চারটি, আইন অনুষদ ভবনে অবস্থানরত মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের পাঁচটি বিভাগের জন্য দুটি, বাণিজ্য অনুষদ ভবনে অবস্থানরত মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের আটটি ব্যাচের জন্য তিনটি এবং একই অনুষদে অবস্থানরত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের চারটি ব্যাচের জন্য মাত্র একটি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে।

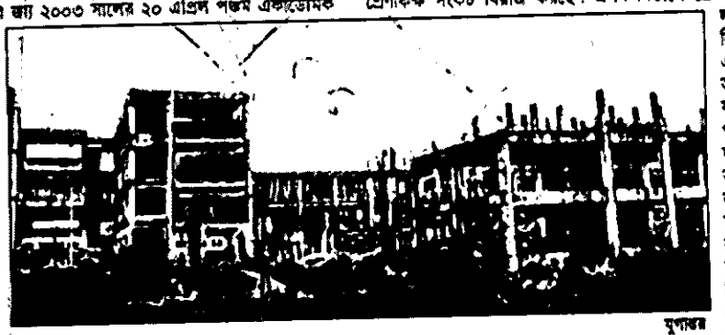

যুগান্তর

ওটিকয়েক শ্রমিক নিয়ে অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ

জীববিজ্ঞান অনুষদের তিন অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুর রহমান এ ব্যাপারে যুগান্তরকে বলেন, ভবনের কাজ শেষ না হওয়ায় আমাদের শ্রেণীকক্ষ নিয়ে মারাত্মক সমস্যা পোহাতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলমগীর চৌধুরী জানান, দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কার্যক্রমে কর্তৃপক্ষও সন্তুষ্ট নয়। তাদের আরও দ্রুতগতিতে কাজ করার জন্য অব্যাহতভাবে চাপ দেয়া হচ্ছে।